তারিখ ···· 29 JAN 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

প্রথম আলো

প্রতিবাদ-সমাবেশ, মামলা

# স্কুল পুড়ে ৬০০ শিক্ষার্থীর পাঠদান অনিশ্চিত

গাইবান্ধা প্রতিনিধি ●

গাইবান্ধা সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের কুন্দেরপাড়া গণ-উন্নয়ন একাডেমি হাইস্কুল পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় নাশকতার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার স্কুলমাঠে সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। তবে সবচেয়ে বেকায়দায় পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির ৬০০ শিক্ষার্থী। তাদের পাঠদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

গতকাল সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেছে, স্কুলের পুড়ে যাওয়া কাগজপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। বাতাসে উড়ছে আসবাবের ছাই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও এলাকার লোকজন ঘুরে ঘুরে ধ্বংসস্তূপ দেখছেন। শিক্ষার্থীরা পুড়ে যাওয়া কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছে।

বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাপলা আক্তার বলে, তারা চরাঞ্চলে বাস করে। বাড়ির চারদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ। এই বিদ্যালয় ছাড়া এখানে আর কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। এটিও পুড়ে যাওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। কোথায় ক্লাস করবে বুঝতে পারছে না।

জিন্মি আক্তার নামে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী জানায়, চলতি জানুয়ারি থেকে পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় স্কুলটি পুড়ে গেল। এখন ক্লাস করতে পারছে না; বসার জায়গা পাচ্ছে না। কবে স্কুল তৈরি হবে, নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে—সেসব বিষয়ে শিক্ষকেরা কিছু বলতে পারছেন না। নিয়মিত ক্লাস না করলে তারা পিছিয়ে পড়বে।

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসির পরীক্ষার্থী

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

## পাঠদান অনিশ্চিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

সোহেল রানা জানায়, আগুনে তার প্রবেশপত্র পুড়ে গেছে। কীভাবে পরীক্ষা দেবে জানে না। প্রবেশপত্রের চিন্তায় পড়ালেখায় মন বসছে না।

কুন্দেরপাড়া গণ-উন্নয়ন একাডেমি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আসাদুজ্জামান বলেন, গতকাল পার্শ্ববর্তী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের তাঁবুর নিচে কয়েকটি ক্লাসের পাঠদান করা হয়। স্কুল মেরামতের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশ্বস্ত করেছেন যে দুই শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র পুড়েছে, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে যে প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছিল, সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গণ-উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী প্রধান এম আবদুস সালাম বলেন, স্কুলের স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য একজন প্রকৌশলীকে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি সোমবার থেকে নকশা তৈরির কাজ শুরু করবেন। নকশা তৈরি হলে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। ভবন নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে ৫৯৭ শিক্ষার্থীর পাঠদান চলবে।

রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরাই স্কুল পুড়িয়ে দিয়েছে অভিযোগ করে গতকাল কামারজানি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে স্কুলমাঠে প্রতিবাদ-সমাবেশ করে এলাকাবাসী। সমাবেশে জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম, স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এম আবদুস সালাম, কলেজশিক্ষক জহুরুল কাইয়ুম, সাবেক কামারজানি ইউপি সদস্য ছকমল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আগুন লাগার ঘটনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে গাইবান্ধা সদর থানায় গতকাল একটি মামলা করেছেন। এ ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, নাশকতার উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে ক্ষতি করার অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

**বিদ্যালয় নির্মাণ করে দেবে ব্যাংক এশিয়া**

পুড়িয়ে দেওয়া বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের কান্না ছুঁয়ে গেছে ব্যাংক এশিয়া কর্তৃপক্ষকে। ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আরফান আলী গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেছেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে তাঁরা বিদ্যালয়টি নতুনভাবে নির্মাণ করে দিতে চান। ব্যাংকের কর্মীদের আর্থিক সহায়তায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবেন তাঁরা।